বনহরিণী
গার্গী ভট্টাচার্য

Bonohorini

GARGI BHATTACHARYA

***

COPYRIGHTED MATERIAL

বনহরিণী

****

গার্গী ভট্টাচার্য

“As the lotus does not touch the water
so do not let the world enter your heart..
Being busy in the world is no trouble,
unless you are troubled being busy,
then the only trouble is the trouble..

Ocean does not complain about the dance of ten million waves!so don't be concerned with the rise and fall of thoughts..

Keeping an old troublesome habit
is like keeping poisonous snakes in your arms.Now is the time to hold this snake and throw it out..

Bad moods are either past or imaginary future,
in the Present there are no moods at all..
Moods belong to the circumstance, to the past;face the Sun and there will be no shadow of the moods..

The world is like a tail of dog, it's nature is to curl.
The best you can do is stay Quiet
and not let anything bother you..
Visitors will come and go, don't interfere with these waves..
Just be silent..”
― H.W.L. Poonja, ― Papaji; The Truth Is

Paramhansa Yogananda

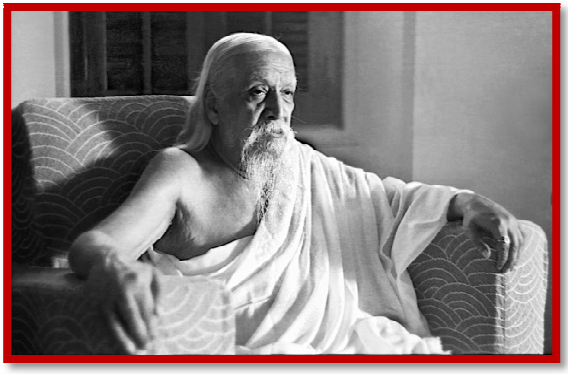

Rishi Aurobindo

রবীন্দ্রনাথ যে চ্যানেলিং করে লিখেছে তা হল অটোমেটিক রাইটিং । এই জাতের লেখার কথা সমাজ জানে ।মিডিয়াম ও তান্ত্রিকেরা এমন করেই থাকেন ।

এতে মানুষের জ্ঞান থাকেনা ও তারা একটা ঘোরের মধ্যে থাকে এবং লেখা হয়ে গেলে তাদের জ্ঞান ফিরে আসে । কিন্তু আমরা যেই লেখ লিখি বা গানের সুর যেমন ইলিয়া রাজা অথবা আদেশ শ্রীবাস্তব কিংবা আমার পতিদেব আরো অনেক মানুষ রয়েছেন যাঁরা চট্ করে একটা আইডিয়া মাথায় ধরতে পারেন তাঁরা ভগবানের আশীর্বাদে সেটা করে ফেলেন । দুটি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস । কারণ আমরা এগুলি যখন করি তখন আমাদের পুরো হুঁশ থাকে । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অথবা চেতন ভগৎ বা সুচিত্রা ভট্টাচার্য এদের ক্ষেত্রে এরা লেখার সময় হুঁশ খুইয়ে বসে । ঘোরের মধ্যে থাকে কারণ চ্যানেলিং হয় তখন । আর আমার

মধ্যে দিয়ে গন্ধর্বগণ ম্যানিফেস্ট করে মানে ওদের এনার্জি দিয়ে আমি আমার ইচ্ছে শক্তিকে জাগ্রত করি যেহেতু একজন যোগী হিসেবে আমার আর কোনো বাসনা রয়ে যায়নি। আমার লেখাগুলো লিখতে যথেষ্ট ব্রেন স্টর্ম করতে হয়েছে। কাজেই দুটি দুধরণের জিনিস। রবীন্দ্রনাথ শয়তান ও সুযোগ সন্ধানী। এটা এইজন্য লিখছি কারণ অনেকে বলেন যে চ্যানেল লেখা হলেও এগুলো তো রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দিয়েই হয়েছে কাজেই ওনার লেখাই বলা যায় এগুলো। কিন্তু আদতে তা নয়। এগুলি ওনার লেখা কখনই বলা চলেনা। ওনার মাধ্যমে অন্য কেউ লিখেছেন।

যেমন নজরুলের ভেতর দিয়েও সেই আল্লাহ্ই লিখেছেন কিন্তু সেটা সরাসরি চ্যানেল লেখা নয় কারণ নজরুলকেও আমাদের মতন ব্রেন স্টর্ম করতে হয়েছে যদিও আশীর্বাদটা ভগবানেরই কারণ আল্লাহ্ না চাইলে একটি

গাছের পাতাও নড়েনা কাজেই কেউ লিখবে কি করে কিছু ? তাই যোগিনী মালিনীকে স্বীকৃতি না দিলে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সৃষ্টি নাশ করে দেবেন শনিদেব।

বলতে হবে এই অসামান্য সব সৃষ্টিগুলো যোগিনী মালিনী করেছেন রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে। ব্যস্ , রয়ে যাবে সবকিছু। নচেৎ খতম্। দিস- ইজ জাস্টিস্ টাইম।

আয়াতোল্লা খোমেইনি ইরানের প্রিন্স রেজা আলিকে যোগাযোগ করে বলেছে যে ওর দাদা প্রিন্স রেজা ২ বা কাশেম আমাকে নিয়ে বেশি মাতামাতি করছে প্রেমে অন্ধ হয়ে। কারণ আমার মত মেয়েকে বিয়ে করলে আমি ওদের রাজবংশকে ধবংস করে দিতে পারি আমি এমন উগ্র ও উন্মাদ। যদিও ও নিজেই সেটা করেছে। ওর বাপ্ গ্রান্ড আয়াতোল্লা ও ও নিজে মসজিদে বসে শিহির, কালা জাদু করতো ও করে মানুষকে বশ করার জন্য ও এইভাবে

শাহ- এর বংশকে বিনষ্ট করেছে । আজও ইরানকে নষ্ট করছে এই শয়তান ও নারীদেহ লোভী ধর্মগুরু অবশ্যই ফেক্ ।

নরমাংস লোভী এই আয়াতোল্লা আরো আয়াতোল্লাদের নাশ করেছে । তাই ইরানের সব আয়াতোল্লা এবারে ধবংস হয়ে যাবে । ইসলাম উঠে যাবে । রয়ে যাবে সুফি ধর্ম । বহু বছর ধরে । কারণ ওরাই ইসলামের কোর টিচিংস্ গুলো ধরে রেখেছে ।

আয়াতোল্লা ও জেহ্নাব/নার্গিস ও তার পরিবারকে নাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে পুরো জ্বালিয়ে দেবে ইরানের মানুষ । প্রবল যন্ত্রণা নিয়ে ওরা ভুগবে ও পড়ে মারা যাবে । যেমন মাথায় কাপড় না দিলে এই বজ্জাৎ আয়াতোল্লা পুলিশ দিয়ে মেয়েদের কোমল ও মূল অঙ্গ স্তনে ও মুখে গুলি করিয়ে দেয় সেরকমই ওদের সাথেও হবে । ওদের গোপন অঙ্গ ও

কোমল অঙ্গ নাইট্রিক অ্যাসিড ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হবে।

যে কটা সৎ আয়াতোল্লা ছিলো তাদেরও বিনষ্ট করেছে এই খোমেইনি ও তার বাপ্।

আমি ক্লাস থ্রীতে পড়তে একবার এক হাতে কালীপুজো করতে ব্রতী হই ; পাড়ায় চাঁদা তুলে। মা অফিস থেকে বাসায় এসে বন্ধ করে দেন কারণ মা কালী ভয়ানক। কিন্তু আমি ভেবেই পাইনা যে মাকে ডাকতে গেলে ভয় পেতে হবে কেন। সেই রামপ্রসাদের মতন। তখন রামপ্রসাদের কথা মনে হয়নি অবশ্যই তবে মাকে ডাকবো কিন্তু এত নিয়ম মানবো কেন আমি ? ভালোবেসে ডাকলে মা আসবেন না কেন ? এমনই ভেবেছিলাম।

এখন আয়াতোল্লার গুন্ডা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে যে আমি নাকি ওকে দেখে ভয় পেয়ে যাবো। যে মাকালীকে ক্লাস থ্রীতে পড়তে ভয় পায়নি

সে আয়াতোল্লার মতন একটা ক্রিমিন্যাল ও টেররিস্টকে কেন ভয় পাবে ?

এই জেহ্নাব ও নার্গিসকে জন্ম থেকে দেখেছে কাশেম বা শাহ্য়ের পুত্র রেজা পাহ্লভি ২।

সেই নার্গিস এখন কাশেমকে নিজ হাতে বিষ দিয়ে এসেছিলো । ওর মায়ের আদেশে । সেই মা মানে কাশেমের দিদি সাবা কাশেমের থেকে প্রায় ৭/৮ বছরের বড় । কারণ পাওয়ার গেম । এই নার্গিসকে এবার সাবা ইরানের প্রেসিডেন্ট করবে । এই বেশ্যাটাকে । অথচ শাহ্ সমস্ত প্রটোকল ভেঙে এই গ্রামীণ দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের মেয়ের(সাবা) বিয়েতে যান কারণ তারা দরিদ্র তাই রাজাকে আপায়্যান করতে পারবে না যদি শাহ্ নিজের স্টেটাস্ দেখান তখন বা নিজের বডিগার্ড নিয়ে যান । এমন শয়তান এই সাবা অ্যান্ড কোম্পানি ।

নর্দমার কীট বা জুতোকে এইকারণে কখনো মাথায় তুলতে নেই । তাই এরা কালা জাদুর সাহায্য নিয়ে ওপরে উঠতে চায় ।

অস্ট্রেলিয়াতে তানিয়া প্লিবার্সেক হয়ত একসময় প্রাইম মিনিস্টার হবেন ।

বর্তমান সরকার আমার সাথে সংঘাতে ।

কাল স্কোপ করি । ওটিতে আমাকে চিরঘুমে দেবার ছক্ করে । চিকিৎসক হল কবিতা ।

নাম সেরকম কিন্তু চরিত্র নয় ।

সেটা হল ভিলেনের । পদবী সুব্রাহ্মনিয়াম । অর্থাৎ সু-ব্রাহ্মণ । কিন্তু আদতে চন্ডাল ।

ফেক্ রিপোর্ট দিয়েছে , ইমেজও ফেক্ ।

ফেরৎ এসে এত শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছে যে কহতব্য নয় । পেটে কি ওষুধ দিয়ে দিয়েছে যে সমানে সমস্যা হয়ে চলেছে । কোলনে স্কোপ করে সমস্যা কমার কথা কিন্তু ভয়ানক সমস্যা

রাতারাতি বেড়ে গিয়েছে প্রায় আবার ভর্তি হবার মতন অবস্থা।

আমি অজ্ঞান থেকে হুঁশ ফিরতেই বলে উঠি যে আই অ্যাম আ সেন্ট অ্যান্ড ইওর হসপিটাল উইল বি ডেস্ট্রয়েড।

লোকেরা চেয়েছিলো কিন্তু কথাগুলো আমি জোরে বলি নাকি মনে মনে সেটা বুঝিনি।

কবিতা সুব্রাহ্মনিয়াম এখন মারা যাবে তাই নিজের পরিবারকে বাঁচানোর জন্য সে এখন এইসব ফেক্ ইমেজ ও রিপোর্ট লিখে চলেছে।

শ্রীলঙ্কা থেকে এসেছে। তামিল রিফিউজি। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। পয়সার খুব খাই এর। ভেবেছিলো আমাকে মেরে দিয়ে মিলিয়ন ডলার হাতিয়ে কোথাও পালাবে। হয়ত ভারতে। কারণ পরবর্তী সরকার ওকে চিহ্নিত করে ধরতে পারে ও শ্রীলঙ্কা থেকেও নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু এখন ও পুলিশের

জালে ফেঁসে গিয়েছে । এই অপরাধে ক্যালভেরি হাসপাতালে খান্ডব দহন হবে । ভগবান যীশুর নামে হাসপাতল চালায় অথচ প্রফিট বেসড্ সংস্থা ।

আমাকে মারা মৃত্যুবাণ বার বার ফেল করছে ।

এইসবের পেছনে আছে অস্ট্রেলিয়ার ডিফেন্স মন্ত্রী ও ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার শ্রীমান রিচার্ড । ও শয়তানি গীর্জার মেম্বার ।

অ্যান্থনি অ্যালবানিজির কাছের লোক ছিলো ।

তাই অনেক বড় বড় নেতাদের টপকে আজ এই পোস্টে উঠেছে । উড়ে এসে জুড়ে বসেছে ।

সরকারে টাকায় এসকর্ট সার্ভিস নেয় ও অন্যান্য সুবিধে যা অন্যায় আর তারপর তুকতাক করে অ্যাক্রেস্ আটকে দেয় তাই তদন্ত করা যায়না অথচ কোনো মন্ত্রীর ছেলে যে কমবয়সী সে মদ্যপ অবস্থায় অথবা

স্পীডে গাড়ি চালালে সেই মন্ত্রীর বিনা দোষে পুরো মিনিস্ট্রি তো যায়ই আর পলিটিক্যাল ক্যারিয়ারও খতম্ হয়ে যায়।

রিচার্ডের বৌকে তার এক্স এসে চাকু চালিয়ে মারবে অত্যন্ত নৃশংস ভাবে কারণ সে এক সাইকোপ্যাথ ও রেড ওয়াইন খেতে ভালোবাসে তাই কেউ লাল রং দিলেই সে তার গুলাম হয়ে যায়। রিচার্ড বার বার যিসাসকে ক্রুশিফাই করে চলেছে। টেলিপ্যাথিক্যালি অ্যান্থনি; আমি অপারেশান থিয়েটারে ঢোকার সময় বলে যে আমাদের শয়তানি গীর্জার সবথেকে ভালো ডার্ক প্রিস্ট আজ তোমাকে বাণ মারবে কাজেই তুমি আর জীবিত হয়ে আসবে না। সবথেকে ভালো প্রিস্টকে ডাকা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার। আমি বলি যে খুবই ভালো। তুমি যদি তাই ভেবে থালো তো ভালো। কিন্তু ঈশ্বরের মেসেজ হল যে আমি মরছি না আর উনি বলছেন যে যতই বাণ নিক্ষেপ করনা

কেন তোমাদের তুণীর থেকে আমি বেঁচেই থাকবো আর উনি বলছেন তাই যে লিভ মাই চাইল্ড অ্যালোন । লেস্ট ইউ অল উইল বি ফিনিশড্ ।

ভগবান সবাইকে সুযোগ দেন কারণ ওনার কাছে আমি/তুমি/তোমার শয়তানি গীর্জার প্রিস্ট /রিচার্ড /বুনো ফক্স/ বৃক্ষের ম্যাগপাই সবাই সমান । সবাইকে উনি স্নেহ করেন ও ভালোবাসেন । সবাই ওনারই অংশ । কাজেই তোমাদেরও উনি চান্স দিচ্ছেন তাই আমাকে হার্ম করে চলেছো সবাই জগৎ জুড়ে । কিন্তু এটাকে আমার দূর্বলতা ভেবোনা বা ঈশ্বরের করুণ দশা মনে করোনা । তাহলেই মরবে তোমরা সবাই । শুধু সময়ের অপেক্ষা করো । ব্যস্ ।

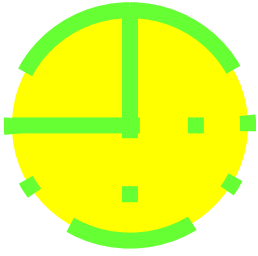

সেই কুতপা যে নিজের সারল্যেয়কে হাতুড়ি মেরে হত্যা করে সে নিজের গর্ভজাত ভ্রূণকে হত্যা করে ভারী বস্তু যেমন গ্যাসের সিলিন্ডার তুলে বা অন্য কোনো উপায়ে তারপর পেট হতে নির্গত রক্তস্রোত নিয়ে অর্থাৎ যাতে ভ্রূণ রয়েছে তা পিশাচকে ভক্ষণ করতে দিয়ে দেয় । এমনই অপোগন্ড সে । এর মাতাজী এতদিন আমাকে গালি দিতো । বিয়ের রাত থেকে আরম্ভ । সবাই জানে । এখন বড় বড় সন্তদের ধরেছে । আরো নানাবিধ্ পাপগ্রস্ত এই আত্মা । অত বিশদে যাচ্ছিনা । ক্রমাগত স্পিরিচুয়াল আক্রমণ করে চলেছে আমাকে ও অন্যান্যদের । সেই অপরাধে একে আবার প্রমোদ মহাজনের মতন এককোষী প্রাণীতে পরিণত করে দেওয়া হবে । করবেন স্বয়ং শিবশম্ভু । সোলের বিনাশ করা বা সংরক্ষণ একমাত্র শিবঠাকুরই করতে সক্ষম ।

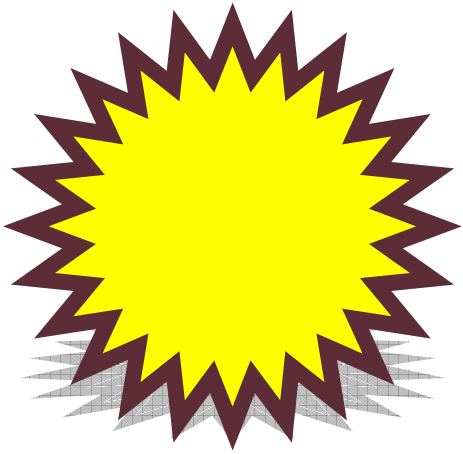

নন্দনা দেবসেনকে দেখতে মন্দ । ল্যাবরাডর সারমেয়ের মত । যেখানে রিয়া সেনের মতন রূপসী ; সুচিত্রা সেনের নাতনি ও মুনমুন সেনের মেয়ে কিছু তেমন করতে পারেনি সেখানে এক কুরূপা রমণীকে কে দেখবে সময় নষ্ট করে তাও আবার বস্ত্রহীনা এক নায়িকা ?সারমেয় তো পোষাক না পরেই ঘোরে পথেঘাটে, গরীব দেশগুলিতে । তাকে টিকিট কেটে কেইবা দেখতে যাবে সিনেমা হলে ?

এ নিজের বাপ্‌কেও সেক্স অফার করে । ও ফাঁসায় । এর বাপ্‌ ওমানাইজার নাহলেও এর মেয়ে নন্দনা একে ফাঁসিয়ে দেয় । কারণ যারা শয়তানি গীর্জায় নিয়মিত যায় তাদের এইটাই ভবিতব্য হয় । একটা সময় এদের দেহ শিথিল হয়ে আসে । নেগেটিভ এনার্জি ভর করে ও কাজ করাতে থাকে । যা ঐসব নেগেটিভ এনার্জি করতে অক্ষম তাদের দেহ নেই বলে পার্থিব একটা; তা তারা এদের দেহলতা দিয়ে করাতে শুরু করে এবং তা জঘন্য কার্যকলাপ ।

অন্তত: সমাজের রীতিনীতি যদি কেউবা মানে তাহলে । আর যদি কেউ না মানে তবে ঠিকই আছে । কোনো সমস্যা নেই এতে । এইভাবেই চলতে থাকবে ।

আমি যখন এসব লিখি আমাকে সম্মানে সাইকিক ভাবে আক্রমণ করার চেষ্টা করে কিন্তু সেটাতে চূড়ান্ত ভাবে বিফল হয় ।

আমার মেশিনে সমস্যা হয় । আশেপাশে নানা সমস্যা হয় । কিন্তু ঈশ্বর আমাকে বার করে নিয়ে যান । এই নন্দনা দেবসেনকে শয়তানি গীর্জায় নিয়ে যায় মধু মেনটন । ওর এক্স পার্টনার । সে এক অপোগন্ড সিনেমা পরিচালক । দক্ষিণী । রামগোপাল ভার্মার আত্মীয় । এই মধু মেন্টন নিজে কিস্যুই করতে পারেনি জীবনে আর নন্দনাকেও ডুবিয়ে দিয়েছে । সেক্স, ড্রাগ্স্ ও স্ক্যান্ডেলে । এরচেয়ে নন্দনা যদি লেখাপড়া নিয়ে থাকতো হয়ত সমাজকে কিছু দিয়ে যেতে পারতো যা থেকে সমাজ উপকৃত হতো । কিন্তু মধু মেন্টনের মধু খেতে গিয়ে সব হারালো । মধুতে মিঠাস্ নেই । পুরোটাই বিষে ভরা । কাজেই নন্দনা আর নান্দনিক না হয়ে- হয়ে উঠেছে সমাজের কাছে কলঙ্কিনী । ভারতের ব্যাঙ্ক থেকে হেভি লোন নিয়ে না চুকিয়ে কেটে পড়েছে অন্য কোনো মধু মেন্টনের সন্ধানে যে ওর সেক্স লাইফকে ও জীবনের শয়তানি শক্তিকে নব

নব উপায়ে চালিকা শক্তি দিয়ে উজ্জীবিত করে তুলতে সক্ষম । এরা এখন আমাকে একজোট হয়ে মারার প্রকল্প করে চলেছে ক্রমাগত কিন্তু যা হবার নয় তা হবেনা কাজেই পাথর ঘষতে ঘষতে একটা সময় নিজেদের হাতই খসে যাবে আর তাতে ব্যাথাটাও জব্বর লাগবে যা বহু নন্দনা এর আগে দেখে এসেছে এই জগতে ।

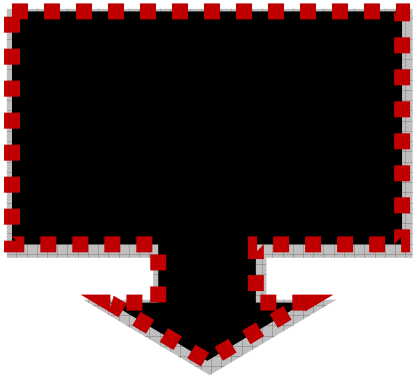

সবশেষে যাবো হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে । এই ধর্ম হল সবচেয়ে প্রাচীন এক ধর্ম যাতে কাউকে দীক্ষিত করা যায়না কারণ এহল ওয়ে অফ্ লাইফ । গীতা কোনো ধর্মগ্রন্থ নয় একটি জীবন দর্শন । অনেক ভেজাল সংস্থা হিন্দু করে দেবো বলে হিন্দুত্বের টিকিট দেয় কিন্তু সত্য হল হিন্দু বাই বার্থ ব্যাতীত হওয়া চলেনা ।আজকাল ভগ্ওয়া ধ্বজ লাগিয়ে যেই হিন্দুত্ব জাহির করা হচ্ছে তা আদতে উগ্রভাবের ।

হিন্দুরা সংবেদনশীল ও সহনশীল জাত ।

এই ধর্ম, শান্তি শেখায় । কাজেই ভগ্ওয়া ধ্বজধারীরা যা প্রচার করছে তা হিন্দুত্ব এর নামাবলি নয় । আর এই ধ্বজটিও তা শেখায় না আদতে কারণ এটিও আসলে শুভ এক প্রতীক । এটি ধার করে কিছু সুযোগসন্ধানী এমন কাজ করছে যাতে সারাটা জগৎ এখন হিন্দু বিদ্বষী হয়ে উঠেছে, মুসলিম বিদ্বেষীর মতন । কিন্তু হিন্দু ধর্ম মহান ও অত্যন্ত উদার এক ধর্ম

যেখানে সবার স্থান সমান ও সহজভাবে গৃহীত হয় । আর যা বাজারে হিন্দুত্ব বলে চালানো হচ্ছে তা আসলে সবকিছুর মতনই কর্মাশিয়াল প্যাকেজ ও মার্কেটিং গিমিক্ ব্যাতীত কিছুই নয় ।

ভগ্ওয়া ধ্বজ

সমাপ্ত